মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজে নবীনবরণ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজে ২০২৫ সালে ভর্তিকৃত অনার্স প্রথম বর্ষ ও একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ইসমাইল হোসেনের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন কলেজ শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক হেলাল উদ্দিন, ছাত্র উপদেষ্টা মোঃ মফিজুল ইসলামসহ নবীন ও প্রবীণ শিক্ষার্থীরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর বখতিয়ার উদ্দিন বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করে বলেন, তাদের নেতৃত্বে এই ২৪ এর গণঅভ্যুত্থান ঘটেছে, আমরা পেয়েছি নতুন এক বাংলাদেশ।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তোমরা পড়াশোনা করে মানুষের মতো মানুষ হবে। কিন্তু সমাজের এক শ্রেণির মানুষ আছেন, যাদের ক্ষোভ ও কষ্ট শুধু শিক্ষকদের প্রতি। তাঁরা অন্যান্য সমস্যার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বলছেন এটা ভালো লক্ষণ নয়। তোমরা লেখাপড়া করবে, শিক্ষক-গুরুজনদের সম্মান করবে, এবং আমাদের যে কোনো ক্রুটি বা বিচ্যুতির বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত কথা বলবে। আগামীতে তোমাদের নেতৃত্বেই একটি সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে উঠবে আমি বিশ্বাস করি।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যক্ষ শিক্ষার্থীদের নিয়মিত শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণের ওপর বিশেষভাবে নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, আগামীতে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

অনুষ্ঠানে ফুল ছিটিয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করা হয় এবং তাদের হাতে কলেজের লোগো সংবলিত একটি কলম ও রজনীগন্ধার স্টিক উপহার দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে

শিক্ষার্থীরা গান পরিবেশন করেন।

মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে পূবালী ব্যাংকের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ সচেতনতা ও সবুজায়নের উদ্দেশ্যে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে পূবালী ব্যাংক পিএলসি, মেহেরপুর শাখার উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে কর্মসূচির উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান।

এছাড়াও এসময় পূবালী ব্যাংক পিএলসি, মেহেরপুর শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ মনছুর আলীসহ ব্যাংকের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তা- কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিভাগের প্রধান কাজী আশরাফুল আলম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাখেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ।
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুল্লাহ আল আমিন, শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক আবদুল হামিদ, মিরাজ উদ্দিন প্রমুখ।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। বেতার ও টেলিভিশন শিল্পী আশরাফ মাহমুদ ও মতিউর রহমান রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন।
এছাড়া সংগীত পরিবেশন করেন এইচ এম রাকিব, এন্ড্রিয়া সরকার, পৌলোমী কুণ্ডু, ঐতিহ্য শাখারী পৃথা, অনিন্দিতা সরকার, তানজিম তাহসিন হক মোহনা, মানসী হক বাঁধন ও অনিক হাসান প্রমুখ।

মেহেরপুরে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মানববন্ধন

এন্ট্রি পদ নবম গ্রেড ধরে চারস্তরীয় একাডেমিক পদ সোপানের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

আজ বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন থেকে এ দাবি উত্থাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক সেকেন্দার আলীর সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন সহকারি শিক্ষক তানিয়া মাসুদা, আবু হানিফ ও জাহাঙ্গীর আলমসহ শিক্ষকবৃন্দ। শিক্ষকরা বলেন, ১৯৭৩ সালের পর থেকেই এই আন্দোলন চলে আসছে। নানা জটিলতা রয়েছে তবে সরকারের সদ্দিচ্ছা থাকলে দাবি বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব।

মুজিবনগরে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়ন ভূমি অফিসসহ বিভিন্ন সরকারী দপ্তর পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

সোমবার সকালে তিনি মোনাখালী ইউনিয়ন ভূমি অফিস, মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদ, ও মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজ পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি সরকারী কাজের অফিসের নথিপত্র যাচায়-বাছায় করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল ও মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত রত্ন।

বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের ৮ম বর্ষপূর্তি উদযাপন

স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিট পদ্মা জোনের ৮ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল দশটায় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে ইতিহাস বিভাগের সেমিনার কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের তথ্য ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আবু হুরাইরা। অনুষ্ঠানে বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে ইউনিটের সভাপতি রাসেল আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ৮ম বার্ষিক উদযাপন কমিটির আহবায়ক ইয়াসিন আরাফাত। অনুষ্ঠানে সাংগঠনিক

প্রতিবেদন ও আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করেন বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের সহ-সভাপতি হাসিবুল হাসান ও কোষাধ্যক্ষ জান্নাতুল আইরিন।

আলোচনা সভায় বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক রিয়াদ হাবিবের সঞ্চালনায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের সিনিয়র শিক্ষক উপদেষ্টা সহকারী অধ্যাপক হাফিজুর রহমান। এ সময় অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বাঁধন সংগঠন সেচ্ছায় রক্তদাতাদের একটি সংগঠন। ২০১৭ সালে থেকে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে এই সংগঠনটি কাজ করে যাচ্ছে। আমরা দেখে আসছি একঝাঁক তরুণ তরুণী এই সংগঠনের হয়ে বিভিন্ন মানুষের রক্তের চাহিদার প্রেক্ষিতে রক্ত জোড়াগ করা রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা এবং রক্তদানে শিক্ষার্থী সহ সাধারণ মানুষের উদ্বুদ্ধ করার মতো সৃজনশীল কাজ তারা করে যাচ্ছে তারা। এই সংগঠনটি চুয়াডাঙ্গায় প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে তারা নিরলস ভাবে কাজ করছে সকল শ্রেণি পেশার মানুষের জন্য। মানুষের রক্তের চাহিদা অনুসারে এই সংগঠনে যে সকল শিক্ষার্থী কাজ করে করে তারা দিন রাত যেকোনো সময় এই সেচ্ছাশ্রম দিয়ে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের শুভাকাঙ্ক্ষী এনআরবি ওয়ার্ল্ডের সাবেক সভাপতি ও শাহিদ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক চুয়াডাঙ্গার কৃতি সন্তান মুহাম্মদ সাহিদুজ্জামান টরিক। এ সময় তিনি বলেন, মানবদেহে রক্তের বিকল্প কিছুই নেই। সড়ক দুর্ঘটনা, অপারেশন, থ্যালাসেমিয়া, ডেলিভারি কিংবা ক্যানসারের মতো জটিল রোগে আক্রান্ত রোগীদের জীবন বাঁচাতে প্রয়োজন পড়ে এই রক্তের। এই প্রয়োজনীয় রক্তটিই অনেক সময় সময়মতো পাওয়া না যাওয়ায় হাজারো মানুষ অকালে প্রাণ হারায়। শরীরের এই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রক্ত নিয়ে কাজ করছে বাঁধন নামের এই সংগঠনটি।

এ সময় তিনি আরও বলেন, আজকে আপনি যেই মানুষগুলোর জন্য সেচ্ছায় রক্ত দিচ্ছেন রক্ত জোগাড় করে দিচ্ছেন একদিন সেই মানুষগুলো আপনার বিপদে এগিয়ে আসবে। বাঁধন সংগঠন কে আরও কাজ করতে হবে এই জাতির পথ দেখাতে হবে মানুষের বিপদে আরও বেশি বেশি আগিয়ে যেতে হবে। এ সময় তিনি এই সংগঠনের মঙ্গল কামনা করেন এবং বাঁধন কর্মীদের এই সকল কাজের জন্য তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, বাঁধন একটি স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন । এটি ১৯৯৭

সালের ২৪ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ হলে মোহাম্মদ শহিদুল হক রিপনের হাত ধরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাঁধন আজ দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এমনকি বিভিন্ন অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করেছে। বাঁধনের সদস্যরা বিনামূল্যে রক্তদানে উৎসাহিত করে, নিজে রক্ত দেয়, অন্যকেও উদ্বুদ্ধ করে। বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিট পদ্মা জোন ২রা অগাস্ট ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এ সময়, শিক্ষক উপদেষ্টাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুলতান মাহমুদ, আজিম হোসেন, সাবিনা খাতুন, জমসেদুর রহমান, বাঁধন কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মিকাইল হোসেন, ছাত্র উপদেষ্টা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাজেদুর রহমান, সজিবুল ইসলাম, সুজাউদ্দীন টুটুল, সাকিব বিশ্বাস,বাঁধন কর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, শরিফুল,সাকিব হোসেন ,আশিক,অয়ন,মাহফুজ, ইব্রাহিম, মনিরুল, মুর্তজা, সোহা, মৌসুমি,চাঁদনী, হালিমা সহ বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের শুভাকাঙ্ক্ষী বাঁধনের নেতৃবৃন্দ।

ঝিনাইদহে সরকারি বৃত্তি পরীক্ষায় কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহনের দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে সরকারি প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় কিন্ডারগার্টেন ও সমমানের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।
আজ বুধবার (৩০জুলাই) বেলা ১১টায় শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন ঐক্য পরিষদ (বিকপ)।
কর্মসূচীতে জলার বিভিন্ন এলাকার কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার্থী,

শিক্ষক ও অভিভাবকরা ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে অংশ নেয়।
ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে সংগঠনটির জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেনের পরিচালনায়, বাংলাদেশ প্রি-ক্যাডেট এন্ড স্কুল ফাউন্ডেশন ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, উদয়ন বিদ্যা নিকেতন’র পরিচালক মনিরুজ্জামান মানিকসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।
সেসময় বক্তারা বলেন, কিন্ডারগার্টেন ও সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ুয়া হাজার হাজার শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হলেও, বৃত্তি পরীক্ষায় তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকায় তারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।
তারা বলেন, শিক্ষা সবার অধিকারÑকোনো শিক্ষার্থীকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। দ্রুত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েরসাথে কিন্ডারগার্টেনসহ সকল সমমানের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তারা।

মেহেরপুর সরকারি খাদ্যগুদামে দুর্নীতির অভিযোগ

মেহেরপুর শহরের সরকারি খাদ্য গুদাম থেকে বিদেশ থেকে আমদানি করা ৬০ বস্তা চাল গোপনে গত বুধবার সন্ধ্যায় আলগামন করে সরানোর উদ্দেশ্যে গেট পর্যন্ত যখন নেওয়া হয়, তখন চাল সরানো হচ্ছে এমন গোপন খবরে গোডাউনের বাইরে বেশ কিছু ছাত্র, গোয়েন্দা সংস্থার দুজনসহ কয়েকজন সংবাদকর্মী অবস্থান করছিলেন। অবস্থানকারীরা বিষয়টি সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করেন। এর পরপরই সেই চাল গোডাউনে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এসময় গোডাউনে উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা দেবদূত রায় ও মোসারফ হোসেন নামের বিএনপির এক নেতা অবস্থান করছিলেন।

বিদেশ থেকে আমদানি করা উন্নতমানের চাল গুদামের হিসেবের খাতায় না থাকলেও গোডাউনের ৫ নম্বর ইউনিটের তিনটি খামারে প্রায় ৭০ মেট্রিক

টন আমদানিকৃত চাল মজুত রয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন গোডাউনের অভ্যন্তরীণ সূত্র।

বিষয়টির সত্যতা জানার জন্য জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এরশাদ আলীর অফিসে যোগাযোগ করেও তাকে পাওয়া যায়নি। এরপর থেকেই আমদানিকৃত চাল সরানো শুরু হয়। দুপুরের দিকে দুটি ভ্যানে ৬০ বস্তা চাল সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেও সূত্র নিশ্চিত করেছে।

মেহেরপুর সরকারি খাদ্যগুদামে ভয়াবহ দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। সংশ্লিষ্টদের যোগসাজশে সরকারি খাদ্য মজুত ব্যবস্থাপনায় চলছে নানা ধরনের অপচেষ্টা ও দুর্ব্যবস্থা। কাগজে-কলমে মজুত শূন্য দেখানো হলেও বাস্তবে গুদামে বিপুল পরিমাণ চাল ও ধান সংরক্ষিত রয়েছে।

স্থানীয় সচেতন মহলের অভিযোগ, গুদামের কিছু অসাধু কর্মকর্তা- কর্মচারী এবং স্থানীয় একটি দালালচক্র দীর্ঘদিন ধরে এই দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। কাগজে চাল ও ধান বিতরণ বা গুদামে সংগ্রহের তথ্য দেখিয়ে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করা হচ্ছে।

গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দেবদূত রায়ের কাছে ভ্যানে ৬০ বস্তা চাল গেটের কাছ থেকে ফিরিয়ে এনে কেন ফের গোডাউনে রাখা হলো এই প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম আপাতত চাল বাইরে না নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়ায় তা ফের গোডাউনে নেওয়া হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনো নির্দেশনা দেননি বলে দাবি করেন। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এরশাদ আলীর অফিসে যোগাযোগ করেও তাকে পাওয়া যায়নি। মোবাইল ফোনে ক্ষুদে বার্তা দেওয়া হলেও তিনি জবাব দেননি।

মেহেরপুরের শ্যামপুরে সরকারি

জমি দখলের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়ন ৮ নং ওয়ার্ড শ্যামপুর হঠাৎ পাড়ায় কয়েকশো বছরের সরকারি রাস্তা দখল করে বাড়ি নির্মাণের অভিযোগ স্থানীয় ফারুক হোসেন ও রুহুল আমীনের বিরুদ্ধে। রাস্তার দু’পার্শ্বে পাকা বাড়ি নির্মাণ করায় রাস্তাটি সংকুচিত হয়ে পড়েছে। ফলে গ্রামের কৃষকরা মাঠের ফসল ঘরে তুলতে পারছেন না।

গ্রামবাসীরা জানান, শ্যামপুর হঠাৎ পাড়ায় একটি ২০/২৫ ফিট সরকারি রাস্তা হিসেবে গ্রামবাসীরা ব্যবহার করতো প্রায় শত বছর ধরে। ওই রাস্তায় পার্শে রুহুল আমীন ও ফারুক হোসেন শ্যামপুরের জনৈক এক ব্যাক্তির কাছ থেকে ৫ শতাংশ করে জমি ক্রয় করেন। তবে জমি জরিপ না করেই ক্ষমতার দাপটে জনগণের একমাত্র রাস্তার অধিকাংশ জমি দখল করে পাকা বাড়ি নির্মাণ করেন ফারুক হোসেন। ফারুক হোসেনের দেখাদেখি রুহুল আমিনও বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন। এত রাস্তায় ব্যবহ্রত বেশির ভাগ জমি দখল হয়ে গেছে।
বিষয়টি নিয়ে গ্রামে দফায় দফায় শালিশ বৈঠক হলেও জমির দখল ছাড়তে রাজি নন ফারুক হোসেন ও রুহুল আমীন।

সরকারি রাস্তার জমি উদ্ধারে স্থানীয় আবুল কালাম আজাদ একাধিকবার ইউনিয়ন পরিষদে অভিযোগ করেন। কিন্তুু ক্ষমতার দাপটে ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ অমান্য করেন রুহুল আমীন ও ফারুক হোসেন।

পরে আবারও ইউনিয়ন পরিষদে আবেদন করেন আবুল কালাম আজাদ। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সার্ভিয়ার ও গ্রাম পুলিশ দিয়ে জমি জরিপের ব্যবস্থা করেন। সে মোতাবেক আজ বুধবার সকালে জমি জরিপ করেন সার্ভিয়ার। সে সময় গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। বৃদ্ধ রমজান আলী বলেন, আমাদের বাপ দাদাদের আমলের রাস্তা এটি। গ্রামের সব মানুষ মাঠের ফসল তোলা ও চলাচল করে। অথচ রুহুল ও ফারুক রাস্তার জমি অর্ধেক দখল করে নেয়। আবুল কালাম আজাদ জানান, গ্রামের শহিদুল, জামিরুল, বাবু ও লিখন জমি দখল করেছে এবং আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। আমার জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে আমি শংকিত।
ফারক হোসেন বলেন, আমরা যখন বাড়ি নির্মাণ বা প্রাচীর নির্মাণ করেছি তখন মাপা হয়নি। অনুমানের ওপর করেছি। এখন দেখছি রাস্তার জমি। তবে সরকারি জমি হলে আমি তা ছেড়ে দেবো।

স্থানীয় ইউপি সদস্য (সাবেক) ফাহিমা খাতুন জানান, রাস্তাটি শত বছরের পুরাতন। অথচ দখল হয়ে যাচ্ছে। জনস্বার্থে বেদখল হওয়া রাস্তা উদ্ধার হওয়া প্রয়োজন।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি জানান, এমন কোনো বিষয়ে আমার কাছে অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

হরিণাকুণ্ডুতে সরকারি জমি দখল!

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার টাওয়ার পাড়া এলাকায় সরকারি ৯৬ শতক জমি জাল দলিলের মাধ্যমে দখল করে নিয়েছে একটি প্রভাবশালী ভূমিদস্যু চক্র। অভিযোগ রয়েছে, মৃত আফজাল হোসেনের ছেলে শিমুল হোসেন ও তার সহযোগীরা এ জমি দখল করে নিয়েছেন।

তথ্য অনুসন্ধানে জানা গেছে, হরিণাকুকুণ্ডু মৌজার ১০৯ ও ৮১ নম্বর খতিয়ানের ৯২২ নম্বর দাগে অবস্থিত ওই জমির মধ্যে ৫২ শতক জায়গায় একসময় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হতো। স্থানীয় প্রবীণদের মতে, ১৯৯০ সালের আগে পর্যন্ত সরকারি চিকিৎসক সেখানে বসতেন এবং এলাকাবাসীকে চিকিৎসা সেবা দিতেন।

পরে উপজেলা সদরে নতুন হাসপাতাল স্থাপিত হলে পুরনো ভবনটি বন্ধ হয়ে যায় এবং তা জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ১৯৯০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের এক সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত হয়, পরিত্যক্ত ওই ভবনটি হরিণাকুন্ডু লালন শাহ কলেজের ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হবে। সেখানে একটি রেজুলেশনের মাধ্যমে সিন্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সভায় জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, এসিল্যান্ডসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। কয়েক বছর কলেজ শিক্ষার্থীরা ছাত্রাবাস হিসেবে ভবনটি ব্যবহারও করেছেন। তবে পরবর্তীতে ভবনটি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে।

এমন পরিস্থিতিতে অভিযোগ উঠেছে, স্থানীয় বদর আলী নামের এক ব্যক্তি ওই জমির ওপর নজর দেন এবং জাল দলিল তৈরি করে জমিটির মালিকানা দাবি করে আদালতে মামলা দায়ের করেন। বদর আলীর মৃত্যুর পর মামলা চালান তার ছেলে আফজাল হোসেন। পরে তার মৃত্যুতেও মামলা

চালিয়ে যাচ্ছেন আফজালের ছেলে শিমুল হোসেন। আদালতের একতরফা রায় দেখিয়ে বর্তমানে তারা জমিটি দখলে নিয়েছেন বলে অভিযোগ।

এলাকার বাসিন্দারা বলছেন, যেখানে সবার চোখের সামনে সরকারি চিকিৎসালয় ও কলেজের ছাত্রাবাস পরিচালিত হয়েছে, সেখানে হঠাৎ করে কেউ কাগজ দেখিয়ে ব্যক্তিমালিকানা দাবি করতে পারে এটা অবিশ্বাস্য।

স্থানীয় মিজানুর রহমান বলেন, “আমরা নিজের চোখে দেখেছি এখানে চিকিৎসক বসতেন, রোগী দেখা হতো। পরে কলেজ ছাত্ররা থেকেছে। এখন কেউ কাগজ দেখিয়ে বলছে এটা তাদের জমি, এটা কীভাবে সম্ভব?”

শফি উদ্দিন নামে আরেকজন বলেন, “হাসপাতাল চলে যাওয়ার পর ভবনটি হোস্টেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখনও দালানের দরজায় ‘কলেজ হোস্টেল’ লেখা রয়েছে। তাহলে এই সম্পত্তি তাদের হলো কীভাবে? সরকার পরিবর্তনের সুযোগে তারা ভুয়া কাগজ দিয়ে আদালতে নিজেদের পক্ষে রায় নিয়েছে। এখন জমি দখল করে নিয়েছে।”

মেহের আলী নামের একজন বাসিন্দা বলেন, “পুরনো সিএস রেকর্ডে অমূল্য কুমার জোয়াদার নামে এক ব্যক্তির নাম রয়েছে। আর নতুন আরএস রেকর্ডে জমিটি কলেজের হোস্টেল ও ডোবা হিসেবে উল্লেখ আছে। যাদের নামে কোনো রেকর্ড নেই, তারাই এখন বলে জমি কিনেছে! যদি কিনেই থাকে, তাহলে রেকর্ডে তাদের নাম নেই কেন? আমরা চাই সরকারি সম্পত্তি সরকারের দখলেই থাকুক।”

এ বিষয়ে অভিযুক্ত শিমুল হোসেন বলেন, “আমাদের সকল বৈধ কাগজ আছে বলেই তো আদালত আমাদের পক্ষে রায় দিয়েছে।” তবে তাদের কাছে দলিল দেখতে চাইলে বলেন, দলিল আদালতে জমা আছে। কোন ফটোকপিও তাদের কাছে নেই।

জমির বিষয়টি নিয়ে হরিণাকুন্ডু সরকারি লালন শাহ কলেজের অধ্যক্ষ মো. শরিফুজ্জামান বলেন, “বিষয়টি জানার পর কলেজের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আমরা জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করব। এ নিয়ে কাজ চলমান রয়েছে।”